লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেৎ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ সমীপ হইতে দীক্ষারূপ কৃপালাভ করিয়া তিনি মহাপুরুষ শ্রীভগবানকে যে প্রকারে অর্চ্চন করার প্রণালী শিক্ষা দান করেন, সেইভাবে অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। আবার এই যে শ্রীভগবন্মূর্ত্তির অর্চ্চন করা হইবে, তাহা নিজের অভিমত মূর্ত্তি হওয়াই ভাল। কারণ তাহাতে সহজেই প্রাণের আকর্ষণ হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রীভগবন্নামাদি শ্রবণসম্বন্ধেও সেই প্রকারই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ নিজের প্রাণের অভীষ্টদেবের নাম, রূপ প্রভৃতি বারংবার আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য। আবার সেই নামাদি যদি স্বজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট মহানুভবের মুখ হইতে শ্রবণ করা যায়, তবে তাহা অধিক আস্বাদনপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ভাবের সাধকের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণনামরূপ গুণাদি শ্রবণ সকল হইতে শ্রেষ্ঠতম। অথচ সেই শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ পরম সৌভাগ্য সাপেক্ষ্য। এই অভিপ্রায়ে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতব" শ্লোকে "কৃতিভিঃ"—এই বিশেষণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে—যাহাদের সাধুসঙ্গ-রূপ সৌভাগ্য আছে, তাহাদেরই শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচিলাভ হইয়া থাকে ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। পূর্ণ ভগবানে সকল ভগবানেরই সত্তা বিদ্যমান আছে। তাঁহার নামরূপাদি শ্রবণ করিলে, সকল ভগবানেরই নামরূপাদি শ্রবণ করা হয়। এইপ্রকার কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে সম্প্রতি স্বয়ং যাহা কীর্ত্তন করা হয়, তাহাও শ্রীশুকদেব প্রভৃতি মহানুভবগণ পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন—এইপ্রকার অনুসন্ধান রাখিয়া কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শ্রবণের প্রকার দেখান হইয়াছে। এই শ্রবণাঙ্গ ভক্তিটী কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গের পূর্ব্বে উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে—যাহা শ্রীগুরু এবং সাধুমুখ হইতে শ্রবণ করা হয় নাই, সেই বিষয়ে সম্যক্ বোধ হইতে পারে না। অথচ সম্যক্ রস অবিরোধী সিদ্ধান্ত জানা না থাকিলে স্বতন্ত্ররূপে কীর্ত্তনাদি করিতে গেলে রসাভাস বিরুদ্ধার্থ প্রভৃতি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন মহৎ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণনাম কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে স্বয়ং পৃথক কীর্ত্তনীয়। যেহেতু মহৎকীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণেরই প্রাধান্য। অতএব ১।৫।১১ শ্লোকে উক্ত "তদ্বাগ্-বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবঃ"—এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে—"যৎ যানি নামানি বক্তরি সতি শৃন্বন্তি শ্রোতরি সতি গৃণন্তি অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তি"। এই শ্রীভগবন্নামাদি সদ্বক্তা উপস্থিত হইলে নিজে